স্পেশাল বুলেটিন

সিনেমা ও সাহিত্য

Vol. - 5 | Issue-15 | 15 August, 2026 ₹-2

বিভূতির স্মৃতিতে ঘাটশিলায় অভিনব উৎসব, নতুন প্রজন্মকে সাহিত্যের কাছে ফেরানোর উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা: বাংলা সাহিত্যের অমর স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন, সাহিত্য ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ককে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে ঘাটশিলায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘বিভূতি উৎসব ঘাটশিলা ২০২৬’। ‘পথের পাঁচালী’, ‘আরণ্যক’-এর স্রষ্টাকে ঘিরে এই আয়োজনে থাকছে সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রকৃতি ও ইতিহাসের অভিনব মেলবন্ধন।

উৎসবের ভাবনা ও কর্মসূচি নিয়ে ১২ আগস্ট কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিভূতিভূষণের নাতি তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী সরকার, মৃণাল কান্তি বিশ্বাস, তাপস চট্টোপাধ্যায়-সহ উদ্যোক্তারা।

আয়োজকদের মূল লক্ষ্য, বিভূতিভূষণের সাহিত্যকে শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত ঘাটশিলা ও প্রকৃতির সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পরিচয় ঘটানো। ‘আরণ্যক’-এর অরণ্য, ‘পথের পাঁচালী’-র মানবিকতা এবং প্রকৃতির প্রতি লেখকের গভীর ভালোবাসাকে কেন্দ্র করেই সাজানো হয়েছে উৎসবের ভাবনা।

সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি ঘাটশিলার পর্যটন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও সামনে আনবে এই উৎসব। বিভূতিভূষণের স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন স্থান ও ঘাটশিলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও তুলে ধরা হবে এই আয়োজনের মাধ্যমে।

বিভূতিভূষণের নাতি তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন।

■এরপর তিনের পাতায়

ঋতুপর্ণ ঘোষ চলে গিয়েও যিনি থেকে গিয়েছেন বাংলা সিনেমার অন্তরে

নিজস্ব সংবাদদাতা:একজন পরিচালক, একজন গল্পকার, একজন শিল্পী; আর এক অনন্ত অসমাপ্ত সংলাপ বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে কিছু নাম শুধু পরিচালক হিসেবে লেখা থাকে না, তাঁরা হয়ে ওঠেন একটি সময়ের প্রতীক। ঋতুপর্ণ ঘোষ সেই বিরল শিল্পীদের একজন। তাঁর সিনেমায় ছিল সম্পর্কের সূক্ষ্ম টানাপোড়েন, মানুষের একাকিত্ব, প্রেম, পরিবার, নারী-মন, আত্মপরিচয় এবং সমাজের অদৃশ্য চাপ। খুব বেশি দিন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন না;মাত্র ৪৯ বছর। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির পরিমাণ, বৈচিত্র্য এবং প্রভাব আজও বিস্ময় জাগায়।

১৯৬৩ সালের ৩১ আগস্ট কলকাতায় জন্ম ঋতুপর্ণ ঘোষের। তাঁর বাবা সুনীল ঘোষ ছিলেন তথ্যচিত্র নির্মাতা ও চিত্রশিল্পী। ছোটবেলা থেকেই শিল্প-সংস্কৃতির আবহে বেড়ে ওঠেন ঋতুপর্ণ। অর্থনীতিতে পড়াশোনা শেষ করে তিনি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। বিজ্ঞাপনের জগতে কাজ করার অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁর চলচ্চিত্রের দৃশ্য নির্মাণ, নন্দনবোধ এবং সংলাপের শৈলীতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

‘হীরের আংটি’ থেকে পথচলা

১৯৯২ সালে শিশুসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে ‘হীরের আংটি’ দিয়ে পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্রে তাঁর আত্মপ্রকাশ। ছবিটি ছিল তুলনামূলকভাবে সরল ও শিশু-কেন্দ্রিক। কিন্তু দ্বিতীয় ছবিতেই বদলে গেল বাংলা সিনেমার দৃশ্যপট।

■এরপর দুয়ের পাতায়

কিশোর কুমার-এর কিছু অজানা কথা

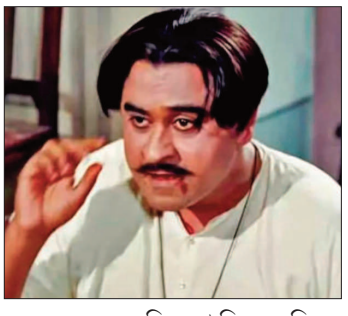

নিজস্ব সংবাদদাতা:কিশোর কুমার সুরের জাদুকর, অভিনয়ের কিংবদন্তি; আজও যাঁর কণ্ঠে বেঁচে আছে বাংলা ও ভারতীয় সংগীতকিশোর কুমার, আসল নাম অভাষ কুমার গাঙ্গুলি, জন্মগ্রহণ করেন ৪ আগস্ট ১৯২৯ সালে মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডওয়া শহরে। তার পিতা কুঞ্জলাল গাঙ্গুলি ছিলেন একজন আইনজীবী এবং মা গৌরী দেবী ছিলেন গৃহিণী। কিশোর ছিলেন চার ভাই-বোনের মধ্যে কনিষ্ঠ। তার বড় ভাই অশোক কুমার এবং অনুপ কুমার উভয়েই ছিলেন নামকরা চলচ্চিত্র অভিনেতা।

ছোটবেলা থেকেই কিশোর কুমার গান ও অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তবে তার স্বপ্ন ছিল গায়ক হওয়ার, যদিও জীবনের শুরুতে তার গায়ক হওয়ার পথটা খুব সহজ ছিল না। বাড়ির ভাষা বাংলা হলেও, তিনি বহু ভাষায় গান গেয়ে অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেন।

তার বড় ভাই অশোক কুমার তখন বোম্বে টকিজে প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা। তার উৎসাহেই কিশোর কুমার মুম্বাইয়ে আসেন। প্রথমদিকে তিনি গান গাওয়ার জন্য নয়, বরং অভিনেতা হিসেবে ফিল্মে আসেন। ১৯৪৬ সালে শিকারি ছবিতে ছোট একটি ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন।

যদিও শুরুতে কেউ তাকে গায়ক হিসেবে গুরুত্ব দিত না, তিনি নিজে নিজেই রেওয়াজ করতেন কুন্দনলাল সায়গলের গান শুনে। সায়গলকে তিনি গুরু বলে মানতেন। ১৯৫১ সালে আন্দোলন সিনেমায় প্রথম গান গাওয়ার সুযোগ পান, তবে আড়ি আড়ি আমি প্রেমে প’ড়ি (ফিল্ম লাদকি) গানটি তাকে পরিচিতি এনে দেয়। তার কণ্ঠের স্বতন্ত্রতা, হাস্যরস, আবেগ, মেজাজ অনুযায়ী সুরের ওঠা-নামা তাকে অদ্বিতীয় করে তোলে। কিশোর কুমার এমন এক গায়ক যিনি হাসির গান, দুঃখের গান, রোমান্টিক গান, দার্শনিক গান;সব ধারাতেই সমান পারদর্শী ছিলেন।

১৯৫০-এর দশকের শেষ দিক থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত ছিল কিশোর কুমারের কর্মজীবনের স্বর্ণযুগ। তিনি রাজেশ খান্না, অমিতাভ বচ্চন, জিতেন্দ্র, দেব আনন্দ, ধর্মেন্দ্র প্রমুখ অভিনেতার কণ্ঠস্বর হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

বিশেষ করে এস. ডি. বর্মণ, রাহুল দেব বর্মণ (আর. ডি. বর্মণ), লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল, কাল্যাণজী-আনন্দজী, বাপ্পি লাহিড়ীর সাথে তার যুগলবন্দি সংগীতপ্রেমীদের হৃদয় জয় করে।

তার কিছু কালজয়ী গান

‘পল পল দিল কে পাশে’

‘কোরা কাগজ থা ইয়ে মন মেরা’

‘কিছু তো লোগ কহেঙ্গে’

‘জিন্দগী এক সফর হ্যায় সুহানা’

‘মেরে সামনে ওয়ালি খিড়কি মে’

‘ইয়ে শাম মস্তানি’

■এরপর তিনের পাতায়

আন্তর্জাতিক যুব দিবসে বিএসএফের ১৫ কিমি সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব সংবাদদাতা: কলকাতা, ১২ আগস্ট ২০২৬ আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৬ উপলক্ষে বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের উদ্যোগে রাজারহাটের ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার থেকে একটি ১৫ কিলোমিটার সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। যুব সমাজকে শারীরিক সুস্থতা, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, পরিবেশ সচেতনতা এবং দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের প্রতি উৎসাহিত করাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল আইপিএস শ্রী দলজিৎ সিং এবং ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা আনুষ্ঠানিকভাবে র‍্যালির সূচনা করেন। বিএসএফের বিভিন্ন

স্তরের কর্মীরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে এতে অংশগ্রহণ করেন।

র‍্যালিটি ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার থেকে বিশ্ব বাংলা গেট পর্যন্ত যায় এবং সেখান থেকে ফের হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসে। পথ চলার সময় অংশগ্রহণকারীরা সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে নিয়মিত শরীরচর্চা, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও পরিবেশ রক্ষার বার্তা দেন।

র‍্যালিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়। রাস্তার বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ সাইকেল আরোহীদের সমর্থন ও উৎসাহ জানাতে জড়ো হন। আন্তর্জাতিক যুব দিবসে বিএসএফের এই উদ্যোগ যুব সমাজের মধ্যে স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

CMYK CMYK

সম্পাদকীয়

এখন টলি পাড়াতে কান পাতলে প্রতিদিনই প্রায় শোনা যায় রাম শুটিং করছে শ্যাম শুটিং করছে অমুক দাদা তমুক দাদা শুটিং করছে

একজন পরিচালককে তার নিজস্ব ইচ্ছায় নিজস্ব চিন্তা ভাবনায় কাজ করতে না দেওয়াটা এখন বাংলা চলচ্চিত্রে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, পরিচালক কখনো তা নিজের ইচ্ছায় কোন ক্যামেরাম্যান মেকআপ ম্যান, অভিনেতা ,অভিনেত্রী, এডিটর। নিজস্ব ইচ্ছায় নির্বাচন করতে পারবে না।

কারণ যারা ফেডারেশনে সদস্য তাদেরকে নিয়েই কাজ করতে হবে তা না হলে ফেডারেশনের কবলে পরিচালককে পড়তে হবে যে সকল ছোট ছোট প্রডিউসার আছে এখন পর্যন্ত জীবিত তাদের অজস্র টাকা পয়সা ধ্বংস হবে সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না মাঝপথে কাজ আটকে দেওয়া হবে এগুলো বহুদিন ধরে হয়ে আসছে এই বিষয়টি বন্ধ করা যাবে না ? বন্ধ করা তবেই যাবে যদি নবীন ও প্রবীণ চলচ্চিত্র পরিচালক থেকে শুরু করে যারা আছে টেকনিশিয়ানরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিবাদ করতে পারবে যারা কাজ করতে ইচ্ছুক যারা ঘরের খে য়ে বনের মোষ তাড়াতে পারেনা তখ ন এই সমস্ত ফেডারেশন যারা মাথার উপরে বসে আছে তারা তুড়ি মেরে তাদেরকে বার করে দেওয়া যেতে পারে। আজ আমাদেরই এক সতীর্থ পরিচালককে তার কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বা হচ্ছে সম্পূর্ণটাই প্ল্যানিং করে এটা কেন হবে? একটা শিল্প একটি কারণে এই বাংলাতে শিল্প বলতে কোন কিছুই তেমন নেই অবশিষ্ট তারপরেও আমাদের বাংলা চলচ্চিত্র কে টিকিয়ে রাখাটা অনেকটা দায়ী হয়ে পড়েছে কেন এখনো পর্যন্ত টেকনিশিয়ান থেকে পরিচালক অভিনেতা অভিনেত্রীদের লড়াই করা শুরু হচ্ছে না তারা কি শুধুমাত্র ভোটে দাঁড়ানোর জন্য চুপ হয়ে আছে ভোটের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদেরকে যেন ভোটে দাঁড় করাতে পারে এই সমস্ত বিষয়ে কোনদিন কেউ বড় আকারে প্রতিবাদ করতে পারবে না প্রতিবাদ করতে গেলেই আপনাকে আপনার উপরে যে সরকার হোক বা বিরোধীপক্ষ তাদের খাড়া নেমে আসবেই এই ফেডারেশনের ধুমধাম করে একের পর এক পরিচালকদের শুটিং বন্ধ করে দেওয়াটা এটা প্রতিনিয়ত তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে সকলকে, না দাঁড়ালে নিজস্বভাবে কোন পরিচালক তার স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। কোন শিল্পী সেই ভাবে কাজ করতে পারবে না। ২০১০ সালের পর থেকে আমার মনে হয় না এখনও পর্যন্ত আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্র পরিচালক ও অন্যান্য টেকনিশিয়ানদের নিয়ে কোনরকম চলচ্চিত্র বিষয়ক চর্চা এবং কর্মশালা করতে পেরেছে?

যাও বা কান পাতলে শোনা যায় ছোটখাটো মাঝারি প্রোডাকশন হাউজ সঙ্গে যুক্ত প্রবীণ নবীন পরিচালক অভিনেতা-অভিনেত্রী তারা এই সমস্ত কর্মশালা গুলো পরিচালনা করেছে। কিন্তু এটা উচিত সরকারের সব সময় প্রতি বছর একটা করে কর্মশালা করা তাহলে নবীন চলচ্চিত্র পরিচালকরা যারা এই প্রফেশনের সাথে আসতে ইচ্ছুক বা যারা আগ্রহে তারা আরো অনেক দূর এগোতে পারবে। এই চলচ্চিত্রকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয় না চললে কোনদিনই বড় হওয়া যায় না। এখ নকার সময় যারা কাজ করতে আসছে তারা টেকনোলজিকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যবহার করে সহজেই কাজ করতে পারছে। আগে যেখানে ১০ জন লাগতো এখন সেখানে চারজনকে দিয়ে হয়ে যাচ্ছে তাহলে কেন বলুন তো অন্যান্য টেকনিশিয়ান দরকার হবে আগের থেকে তুলনামূলকভাবে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি প্রচুর পরিমাণে তৈরি হচ্ছে একদিকে একের পর এক সিনেমা হল গুলো নয় বন্ধ হয়েছে অন্যদিকে ওয়েবসাইট বা বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি বাজার রমরমে বাড়ছে সেই স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির উপরেও যদি টেকনিশিয়ান বা ফেডারেশন হস্তক্ষেপ করে তাহলে এই বিষয়গুলো কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। তাই আমাদের লড়াই আমাদেরকেই করতে হবে যতই শাসক বিরোধী দল তারা কোনরকম কথা বলুক না কেন তারা কথা বলবে তাদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তাই কোন রাজনৈতিক ভাবে না গিয়ে অরাজনৈতিকভাবে বাংলা চলচ্চিত্র কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার টাই আমাদের মূল লক্ষ্য হিসেবে আমরা মনে করি।

ঋতুপর্ণ ঘোষ চলে গিয়েও যিনি থেকে গিয়েছেন বাংলা সিনেমার অন্তরে

প্রথম পাতার পর...

১৯৯৪ সালে মুক্তি পেল 'উনিশে এপ্রিল'। মা ও মেয়ের সম্পর্কের জটিলতা, অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি এবং ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই ছবি বাংলা চলচ্চিত্রে এক নতুন ভাষা তৈরি করল। ছবিটি ১৯৯৫ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের স্বর্ণকমল লাভ করে। একই ছবির জন্য দেবশ্রী রায় পান শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার।

এই সাফল্যের পর ঋতুপর্ণ ঘোষ আর শুধুমাত্র একজন পরিচালক রইলেন না; তিনি হয়ে উঠলেন বাংলা মধ্যবিত্ত জীবনের একজন অসাধারণ পর্যবেক্ষক।

সম্পর্কের গল্পই হয়ে উঠল তাঁর সিনেমার প্রধান চরিত্র

'দহন', 'বাড়িওয়ালি', 'অসুখ', 'উৎসব', 'তিতলি', 'শুভ মহরৎ'; প্রতিটি ছবিতেই তিনি মানুষের ভেতরের গল্প খুঁজেছেন।

'দহন'-এ উঠে এসেছিল যৌন হেনস্তা ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার নির্মম বাস্তবতা।

'বাড়িওয়ালি'-তে নিঃসঙ্গতা এবং অপূর্ণতার যন্ত্রণা।

'অসুখ'-এ অসুস্থতা, অর্থ এবং সম্পর্কের টানাপোড়েন।

'উৎসব'-এ দুর্গাপুজোর আবহে একটি পরিবারের ভাঙন ও পুনর্মিলনের গল্প।

আর 'শুভ মহরৎ'-এ আগাথা ক্রিস্টির রহস্যকাহিনির ছায়ায় নির্মাণ করেন এক বাঙালি থ্রিলার।

তাঁর সিনেমার বিশেষত্ব ছিল; বড় ঘটনা নয়, ছোট ছোট মুহূর্তের মধ্যেই তিনি নাটক খুঁজে পেতেন।

রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্র; সাহিত্য ও সিনেমার সেতুবন্ধন

ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমায় বাংলা সাহিত্যের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি' অবলম্বনে নির্মিত একই নামের চলচ্চিত্রে তিনি উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক কাঠামো, নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং বিধবা নারীর অবস্থানকে আধুনিক চলচ্চিত্রের ভাষায় তুলে ধরেন।

পরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নৌকাডুবি' অবলম্বনে তৈরি করেন একই নামের ছবি। সাহিত্যকে তিনি কখনও কেবল গল্প হিসেবে ব্যবহার করেননি; বরং সাহিত্যের অন্তর্নিহিত আবেগ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে নিজের চলচ্চিত্রভাষায় পুনর্নির্মাণ করেছেন।

বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে

ঋতুপর্ণ ঘোষের চলচ্চিত্র একের পর এক জাতীয় পুরস্কার অর্জন করতে থাকে। তাঁর ছবির উপস্থিতি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও বাংলা সিনেমাকে নতুন করে পরিচিত করে।

'চোখের বালি', 'দোসর', 'দ্য লাস্ট লিয়ার', 'আবহমান', 'শব চরিত্র কাল্পনিক'-সহ একাধিক ছবি দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হয়। 'বাড়িওয়ালি' বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে NETPAC Award লাভ করে।

'আবহমান'-এর জন্য ২০১০ সালে ঋতুপর্ণ ঘোষ শ্রেষ্ঠ পরিচালকের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। একই ছবির জন্য বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ফিচার ফিল্মের জাতীয় পুরস্কারও আসে।

তাঁর চলচ্চিত্রগুলির মাধ্যমে বাংলা সিনেমা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের দর্শকদের কাছেও নতুনভাবে পৌঁছেছিল।

'রেনকোট' থেকে 'দ্য লাস্ট লিয়ার'; হিন্দি ছবিতেও স্বাক্ষর

বাংলার পাশাপাশি হিন্দি চলচ্চিত্রেও নিজের স্বতন্ত্র পরিচালনাশৈলী প্রতিষ্ঠা করেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। অজয় দেবগন ও ঐশ্বর্য রাই অভিনীত 'Raincoat' তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য হিন্দি ছবি। সীমিত পরিসর, দু'জন মানুষের কথোপকথন এবং আবেগের স্তর; এই ছবিতেও তাঁর নিজস্ব চলচ্চিত্রভাষা স্পষ্ট। অমিতাভ বচ্চন অভিনীত 'The Last Lear' তাঁকে আরও বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছে দেয়। ছবিটি ২০০৮ সালে ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ ফিচার ফিল্ম হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে।

অভিনেতা ঋতুপর্ণ

পরিচালনার পাশাপাশি জীবনের শেষ পর্বে অভিনয়েও তিনি নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেন। তাঁর অভিনীত ও পরিচালিত 'চিত্রাঙ্গদা দ্য ক্রাউনিং উইশ' ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ও শিল্পীসত্তার এক গভীর প্রকাশ। ছবিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা' থেকে অনুপ্রাণিত হলেও এর কেন্দ্রে ছিল আত্মপরিচয়, শরীর, আকাঙ্ক্ষা ও নিজেকে নিজের মতো করে খুঁজে পাওয়ার প্রশ্ন।

'চিত্রাঙ্গদা'-র জন্য তিনি ২০১৩ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

ব্যক্তিসত্তা ও সাহসী অবস্থান

ঋতুপর্ণ ঘোষের শিল্পীসত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তাঁর নিজের পরিচয় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে নির্ভীক অবস্থান। ভারতীয় সমাজে যৌনতা, লিঙ্গপরিচয় ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যে আলোচনা বহু বছর ধরে অস্বস্তিকর বলে বিবেচিত হয়েছে, ঋতুপর্ণ তাঁর কাজ ও প্রকাশ্য উপস্থিতির মাধ্যমে সেই আলোচনাকে সামনে নিয়ে আসেন।

তবে তাঁকে কেবল তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের নিরিখে বিচার করলে তাঁর শিল্পীসত্তার বিশালতাকে ছোট করে দেখা হয়। তাঁর মূল শক্তি ছিল মানুষকে বোঝার ক্ষমতা; মানুষের ভেতরের অপ্রকাশিত কথাগুলোকে সিনেমার পর্দায় তুলে ধরার ক্ষমতা।

শেষ অধ্যায়

ঋতুপর্ণ ঘোষের জীবন থেমে যায় অত্যন্ত অল্প বয়সে।

৩০ মে ২০১৩, কলকাতায় ৪৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। সমকালীন সংবাদ প্রতিবেদনে তাঁর মৃত্যুকে হৃদ্ যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল; তিনি অগ্ন্যাশয়ের সমস্যাতেও ভুগছিলেন। তাঁর অকালপ্রয়াণ বাংলা চলচ্চিত্রে এক গভীর শূন্যতা তৈরি করে।

তাঁর শেষ দিকের কাজগুলির মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পরিচালিত শেষ চলচ্চিত্র 'সত্যান্বেষী' তাঁর মৃত্যুর পর মুক্তি পায়।

২০১৩ থেকে ২০২৬; কেটে গেছে তেরো বছর, ঋতুপর্ণ এখনও প্রাসঙ্গিক

২০১৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর ১৩ বছর পেরিয়ে গেছে। ২০২৬ সালেও তাঁর সিনেমা নিয়ে আলোচনা থামেনি। বরং নতুন প্রজন্মের দর্শক ও চলচ্চিত্রকর্মীরা তাঁর কাজকে নতুন দৃষ্টিতে আবিষ্কার করছেন।

আজকের OTT-নির্ভর সময়ে যখন গল্প বলার ধরন দ্রুত বদলে যাচ্ছে, তখনও ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমার সংলাপ, চরিত্র নির্মাণ, ক্যামেরার ব্যবহার, পোশাক, সেট, সংগীত এবং সর্বোপরি সম্পর্কের মনস্তত্ত্ব নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।

তাঁর ছবির সবচেয়ে বড় শক্তি সম্ভবত এখানেই; তিনি মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া বড় ঘটনাকে দেখানোর চেয়ে ঘটনার পরে মানুষের মনের মধ্যে কী ঘটে, সেটি দেখাতে বেশি আগ্রহী ছিলেন।

একটি অসমাপ্ত অধ্যায়

মাত্র ২১ বছরের চলচ্চিত্রজীবনে ঋতুপর্ণ ঘোষ রেখে গেছেন এমন এক সৃষ্টিসম্ভার, যা বাংলা সিনেমার ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। তিনি দেখিয়েছিলেন, চলচ্চিত্র মানেই শুধু বিনোদন নয়; চলচ্চিত্র হতে পারে সম্পর্কের আয়না, সমাজের দলিল এবং মানুষের অন্তর্জগতের ভাষা।

আজ তিনি নেই। নেই তাঁর নতুন কোনো ছবির অপেক্ষা, নেই নতুন কোনো সংলাপ শোনার প্রত্যাশা। কিন্তু তাঁর সিনেমাগুলি এখনও কথা বলে।

৩১ আগস্ট ১৯৬৩ থেকে ৩০ মে ২০১৩;সময়ের হিসাবে মাত্র ৪৯ বছর।

কিন্তু শিল্পের হিসাবে ঋতুপর্ণ ঘোষের সময় এখনও শেষ হয়নি।

২০২৬-এর বাংলা চলচ্চিত্র যখন নতুন গল্প, নতুন ভাষা এবং নতুন দর্শকের সন্ধানে এগিয়ে চলেছে, তখনও বারবার ফিরে তাকাতে হয় সেই মানুষটির দিকে, যিনি একদিন ক্যামেরা হাতে বলেছিলেন; মানুষের সবচেয়ে বড় গল্পটি আসলে তার নিজের ভেতরেই লেখা থাকে।

ঋতুপর্ণ ঘোষ তাই শুধু একজন প্রবাদপ্রতিম পরিচালক নন; তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের এক দীর্ঘস্থায়ী অনুভব।

কেমন আছো, বাংলা সিনেমা

প্রলয় সেনগুপ্ত
চলচ্চিত্র পরিচালক

কেমন আছো, বাংলা সিনেমা?
অনেকদিন হলো তোমাকে খুঁজে পাই না,
সেই পুরনো গন্ধ, সেই পুরনো স্বাদ—
কোথায় যেন হারিয়ে গেছে,
সময়ের ভিড়ে, শহরের কোলাহলে।

হারিয়েছি আমরা সত্যজিৎ, ঋত্বিক, উত্তম, সুচিত্রা,
হারিয়েছি ঋতুপর্ণের সেই মায়াবী গল্প বলা।
যাঁদের অভিনয়ে চোখ থেমে যেত,
যাঁদের পরিচালনায় মন হারিয়ে যেত—
তাঁদের সৃষ্টি ছুঁয়ে যেত
বাংলা, বাঙালি, দেশ থেকে বিদেশের মানুষকে।

নেই আর সেই ভারত লক্ষ্মী টেকনিশিয়ান,
নেই এন.টি. ওয়ানের সেই চেনা আড্ডা,
নেই চা-এর কাপে ধোঁয়া,
মুড়ির সাথে গরম চপ,
আর অকারণ হাসিতে ভরে ওঠা বিকেল।

কত গল্প হতো,
কত স্বপ্নের জন্ম হতো,
কত নতুন ছবির পরিকল্পনা—
একটা ছোট্ট আড্ডা থেকেই
কত বড় স্বপ্ন পেত ডানা।

ট্রামলাইনের পাশে বসে
সিনেমা নিয়ে তর্ক,
অভিনয় নিয়ে আলোচনা,
গল্পের চরিত্র নিয়ে রাত পেরিয়ে যাওয়া—
সেই মুহূর্তগুলো আজ
শুধুই স্মৃতির পাতায়।

শহর বেড়েছে,
গাড়ি বেড়েছে,
মানুষের চলাফেরা বেড়েছে,
আলো বেড়েছে, শব্দ বেড়েছে—
শুধু কোথায় যেন কমে গেছে
সেই আপন করে কাছে বসার সময়।

চায়ের কাপে যে আড্ডা ছিল,
চপের গন্ধে যে বন্ধুত্ব ছিল,
সিনেমার গল্পে যে স্বপ্ন ছিল—
আজও কি কোথাও বেঁচে আছে সে সব?

কেমন আছো, বাংলা সিনেমা?
তুমি কি আজও অপেক্ষায় আছো
সেই মানুষগুলোর জন্য,
যারা সিনেমাকে শুধু ব্যবসা নয়,
ভালোবাসা বলে চিনত?

ফিরবে কি আবার সেই দিন?
ফিরবে কি আবার সেই আড্ডা?
ট্রামের ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে
চায়ের কাপের টুংটাং মিলিয়ে
কেউ আবার বলবে—
‘চলো, একটা ভালো সিনেমা বানাই...’

কেমন আছো, বাংলা সিনেমা?
তোমার বুকের ভেতর কি এখনও
সেই পুরনো হৃদস্পন্দনটা বেঁচে আছে?
নাকি আমরাই হারিয়ে ফেলেছি
তোমার সেই স্বাদ,
সেই গন্ধ,
সেই ভালোবাসা?

কেমন আছো, বাংলা সিনেমা?
আজও তোমাকে খুব মনে পড়ে...

চলচ্চিত্রপট

বিক্রম দেব সেনগুপ্ত

ক্যামেরার ফ্রেমে জেগে ওঠে এক নতুন
অনুভবের ভাষা,

‘উনিশে এপ্রিল’-এর আলোয় মুছে যায় বহুদিনের মান-অভিমান
আশা।

‘দহন’-এর আগুনে প্রশ্ন জ্বলে সমাজের কঠিন মুখোশে,

‘বাড়িওয়ালি’ একাকীত্ব লেখে সন্ধ্যার নরম আবেশে।

‘অসুখ’ ছুঁয়ে দেখে সম্পর্কের গভীর অনিশ্চয়তা,

‘চোখের বালি’ বুনে যায় প্রেম, ঈর্ষা আর মানবিকতা।

‘রেইনকোট’-এর বৃষ্টিধারায় হারানো দিনের সুর,

‘দোসর’ খোঁজে ক্ষমার পথে হৃদয়ের গোপন নূর।

‘আবহমান’ বলে জীবনের মেলবন্ধনের কথা,

ঋতুপর্ণের চলচ্চিত্রে বাংলা সিনেমা খুঁজে পায় নতুন এক ব্যাখ্যা।

বারাসাতে মা সারদা মহিলা স্বনির্ভর সংঘের পঞ্চম স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব, রক্ত দিলেন ৫৫ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা: বারাসাতে মা সারদা মহিলা স্বনির্ভর সংঘের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব। মানবসেবামূলক এই কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে মোট ৫৫ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রক্তদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। মহিলাদের এমন উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ সমাজের কাছে এক ইতিবাচক বার্তা বহন করেছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পিজি হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় এবংশ্রীমৎ ব্রহ্মবিদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সচিব এবং শ্রীমৎ বন্ধুগোপী দাস মহারাজ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সহসচিব ,অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতি স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি তাঁরা রক্তদাতাদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি নিয়মিত রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রক্তের অভাবে যাতে কোনও রোগীর চিকিৎসা ব্যাহত না হয় এবং মানবসেবার এই মহৎ উদ্যোগ আরও মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, সেই লক্ষ্যেই প্রতিবছর এই রক্তদান উৎসবের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সফল আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন উদ্যোক্তা মিতা রায় ও বর্ণালী রায়। তাঁদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সমগ্র অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। উপস্থিত অতিথি, রক্তদাতা ও স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং আগামী দিনেও এমন সমাজসেবামূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার আশা প্রকাশ করেন।

কিশোর কুমার-এর কিছু অজানা কথা

প্রথম পাতার পর...

শুধু গায়কই নয়, কিশোর কুমার ছিলেন একজন সফল চিত্রপরিচালক ও প্রযোজক। তার পরিচালিত ছবিগুলোর মধ্যে তূর গগন কি ছাঁও মেঁদ, তূর রাহিদ, এবং তুম দুই আমাদেরদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজের ছবিগুলোতে অভিনয়ও করতেন।

তিনি ছিলেন ভীষণভাবে স্বাধীনচেতা এবং প্রচলিত নিয়ম মানতে চাইতেন না। এই স্বভাবের জন্য তাকে বহুবার প্রযোজক ও পরিচালকদের রোষানলে পড়তে হয়েছে।

কিশোর কুমারের ব্যক্তিগত জীবন ছিল ঘটনাবহুল ও বিতর্কিত। তিনি চারবার বিয়ে করেন।

প্রথম স্ত্রী, রুমা গুহ ঠাকুরতা (১৯৫০, ১৯৫৮), যিনি ছিলেন একজন বাঙালি গায়িকা ও অভিনেত্রী। তাদের একটি সন্তান হয়।

দ্বিতীয় স্ত্রী, মধুবালা (১৯৬০, ১৯৬৯), বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেত্রী। মধুবালার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক ছিল। যদিও ধর্ম ও স্বাস্থ্যজনিত কারণে এই সম্পর্ক জটিল হয়ে পড়েছিল।

তৃতীয় স্ত্রী, যোগিতা বালি (১৯৭৬, ১৯৭৮), এই সম্পর্কও বেশিদিন টিকেনি।

চতুর্থ স্ত্রী, লীনা চন্দ্রাভরকর (১৯৮০, ১৯৮৭), তিনিই ছিলেন কিশোর কুমারের শেষ জীবনসঙ্গিনী।

তার একমাত্র সন্তান অমিত কুমার, যিনি নিজেও একজন নামকরা গায়ক এবং তার পিতার সঙ্গেও বহু গানে কণ্ঠ মিলিয়েছেন।

কিশোর কুমার ছিলেন এক আজব চরিত্র। তিনি কখনো প্রযোজকদের থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে পালিয়ে যেতেন, আবার কখনো বাড়ির দরজায় “Beware of Kishore” লিখে রাখতেন। কেউ বললে যে তিনি গলায় সায়গলের অনুকরণ করছেন, কিশোর তখন জেদ করে উল্টোপাল্টা গান গাইতেন।

অভিনয়েও তিনি ছিলেন অনবদ্য, তার কমিক টাইমিং, অভিব্যক্তি ও অদ্ভুত স্বভাব দর্শকদের মনোরঞ্জন করত।

১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। তার কণ্ঠে আগের মতো জোর না থাকলেও, প্রেম ও বেদনার গভীরতায় তার গান তখনো মানুষের হৃদয়ে দোলা দিত।

১৯৮৭ সালের ১৩ অক্টোবর, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫৮ বছর বয়সে কিশোর কুমার পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর আগের দিনও তিনি গান রেকর্ড করছিলেন। তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী, তাকে তার জন্মস্থান খাণ্ডওয়ায় সমাধিস্থ করা হয়।

কিশোর কুমার শুধুই একজন গায়ক ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী গায়ক, অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক, কাহিনি রচয়িতা এবং জীবনের শিল্পী। তার গান আজও কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে বাজে। তিনি নিজেই বলেছিলেন

“Main pagal hoon– lekin mera paagalpan hi meri pe-hchaan hai.”

আজও তার গান নতুন প্রজন্মের কণ্ঠে বেঁচে থাকে, তিনি অমর, কিংবদন্তি।

কিশোর কুমার ছিলেন এক যুগসন্ধি পুরুষ, যিনি সংগীত ও সিনেমার জগতে নিত্যনতুন ধারা এনেছিলেন। জীবনের হাসি, কান্না, প্রেম ও বেদনার সুরে তিনি আমাদের হৃদয়ে থেকে যাবেন চিরকাল। তাঁর জীবনী যেন এক সংগীতময় উপন্যাস, যেখানে প্রতিটি অধ্যায়ে সুর বাজে।

বিভূতির স্মৃতিতে ঘাটশিলায় অভিনব উৎসব, নতুন প্রজন্মকে সাহিত্যের কাছে ফেরানোর উদ্যোগ

প্রথম পাতার পর...

বর্তমান প্রজন্মকে নিজের মাতৃভাষায় ফিরতে হবে, প্রকৃতিকে জানতে হবে। মাতৃভাষায় সাহিত্যের আস্বাদন না পেলে সঠিকভাবে জীবনবোধ ও জীবনশৈলী গড়ে তোলা সম্ভব নয়। যেকোনওভাবেই নতুন প্রজন্মকে ফিরতে হবে সাহিত্যের অঙ্গনে।

স্মৃতি থেকে বর্তমান, সাহিত্য থেকে প্রকৃতি; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নতুন চোখে আবিষ্কারের এই উদ্যোগ তাই নিছক উৎসব নয়, বরং আগামী প্রজন্মের সঙ্গে বাংলা সাহিত্য, প্রকৃতি ও শিকড়ের এক নতুন সংযোগের প্রয়াস।

মুক্তির পথে ‘পাখির বাসা’, নিঃসঙ্গতার গল্পে নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা: মনোময় ও পরমার জীবনের গল্প নিয়ে মুক্তি পেতে চলেছে নতুন বাংলা ছবি ‘পাখির বাসা’। পারিবারিক অবহেলা, নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব এবং জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নতুন করে ভালোবাসার খোঁজ; এই আবেগকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে ছবিটি।

ছবির গল্পে মনোময় একজন অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি চাকরিজীবী। স্ত্রীকে হারানোর পর একমাত্র ছেলে হৃদয় ও পুত্রবধূ জুঁইকে নিয়ে সংসার করলেও নিজের বাড়িতেই তিনি অবহেলা ও লাঞ্ছনার শিকার। তাঁর পাশে থাকে পালিত ছেলে গোপাল। অন্যদিকে পরমাও বিধবা, সন্তানরা নিজেদের সংসারে ব্যস্ত। তাঁর একাকিত্বের সঙ্গী কাজের মহিলা মল্লিকদি।

এই দুই নিঃসঙ্গ মানুষের জীবনে একসময় তৈরি হয় নতুন সম্পর্কের সম্ভাবনা। সমাজ ও পারিবারিক বাস্তবতার নানা টানাপোড়েন পেরিয়ে মনোময় ও পরমা কি পারবেন নতুন করে একটি ঘর বাঁধতে;সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে ‘পাখির বাসা’।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে ছবিটি নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ও অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী। তিনি দর্শকদের ভালো বাংলা ছবি দেখার আহ্বান জানান এবং বলেন, নিজেদের জীবন ও চারপাশের মানুষের দিকে ফিরে তাকানোর সময় এসেছে। ছবিতে অভিনয় করেছেন পাপিয়া অধিকারী, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, মৌবনী সরকার, কন্যাকুমারী, মৌসুমী ভট্টাচার্য, বোধিসত্ত্ব মজুমদার, সান্ত্বনা বসু, দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য, জ্যাক, শর্মিষ্ঠা মুখার্জি, অভিরাজ, দেব মন্ডল-সহ আরও অনেকে।

গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সোমনাথ সেন। নেপথ্য কণ্ঠে সুজয় ভৌমিক ও ডা. উৎসব দাস। সংগীত ও আবহ সংগীত চন্দন রায় চৌধুরী। চিত্রনাট্য সজল ঘোষ। চিত্রগ্রহণ তীর্থ মিত্র, সম্পাদনা দীপক মন্ডল, রং বিন্যাস সুজয় কুমার মিশ্র।

সৃজা ফিল্মস-এর নিবেদনে ছবিটির প্রযোজক চন্দন দে। কাহিনী ও পরিচালনায় সোমনাথ সেন।

ওম স্বস্তি ফিল্মসের বাংলা চলচ্চিত্র ‘কাজল’-এর চারটি গানের রেকর্ডিং সম্পন্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা: ওম স্বস্তি ফিল্মস প্রযোজিত এবং শ্রী দাস পরিচালিত আসন্ন বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘কাজল’-এর চারটি গানের রেকর্ডিং সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ছবিটির কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন রিক রিকমন্ত্র। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন মিতাস ভট্টাচার্য, আর সুর সংযোজক হিসেবে কাজ

করেছেন সায়ন প্রামাণিক (বিট্টু)।

ইতিমধ্যেই ছবির গানগুলিতে কণ্ঠ দিয়েছেন মিতাস ভট্টাচার্য, শম্পা ব্যানার্জী এবং সুস্মিতা সেনগুপ্ত। নির্মাতাদের আশা, ছবির গানগুলি দর্শক-শ্রোতাদের মন জয় করবে।

বর্তমানে ছবির অন্যান্য পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হলে খুব শীঘ্রই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে বহুল প্রতীক্ষিত বাংলা চলচ্চিত্র ‘কাজল’।

ফের বড় পর্দায় আদৃত, জুটি নবাগতা আরিয়ার সঙ্গে সেপ্টেম্বরে মুক্তি পাচ্ছে রহস্য-প্রেমের ছবি ‘বেপরোয়া’

নিজস্ব সংবাদদাতা: বেশ কয়েক বছরের বিরতির পর ফের বড় পর্দায় ফিরছেন আদৃত রায়। এবার নবাগতা আরিয়া রায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে তাঁকে দেখা যাবে ‘বেপরোয়া’ ছবিতে। এসভিএফ-এর প্রযোজনায় ছবিটি পরিচালনা করেছেন অভিরূপ ঘোষ।

সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে ছবির মোশন পোস্টার। রহস্যময় আবহ, প্রেমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অজানা কিছু নিয়ম এবং দুই মুখ্য চরিত্রের সম্পর্কের ইঙ্গিত; সব মিলিয়ে ছবির গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে কৌতূহল। তবে মূল রহস্য এখনও প্রকাশ্যে আনেননি নির্মাতারা।

এই ছবির হাত ধরেই বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করছেন আরিয়া রায়। অন্যদিকে, ‘নূর জাহান’, ‘প্রেম আমার ২’, ‘পাসওয়ার্ড’, ‘পরিণীতা’ ও ‘লকডাউন’-এর পর ফের সিনেমায় ফিরছেন আদৃত। ২০২১-এর ‘মিঠাই’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে টেলিভিশনে জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর বর্তমানে ‘কুমকুম’ ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাচ্ছে তাঁকে।

তবে ‘বেপরোয়া’-য় আদৃতের চরিত্র ঠিক কতটা ভিন্ন, তার উত্তর মিলবে ছবিটি মুক্তির পরই। সব ঠিক থাকলে সেপ্টেম্বরেই প্রেক্ষাগৃহে আসছে অভিরূপ ঘোষের ‘বেপরোয়া’। অনুরাগীদের অপেক্ষা এখন সেই দিনটির জন্য।

প্রকাশক রাজু দাস কর্তৃক বারাসাত উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রকাশিত কলকাতা ৭০০১২৫
Published by Raju Das from Barasat, North 24 Parganas, West Bengal; Kolkata 700125.
Owner: Raju Das, N'92, Ekdil Sha Road, Barasat, Kolkata-7000125, Contact No.: 8013183765/9674933641 |Web:- www.fsflmagazine.in